

## বিভক্তির সাতকাহন - ২০

### ভজন সরকার

সেবার যখন আমার নববিবাহিতা বৌকে নিয়ে প্রথম গেলাম পশ্চিমবঙ্গে, হিলি সীমান্ত থেকে খা খা প্রান্তর আর ভাঙা-চোরা রাস্তার খটখটানির সাথে অবিরাম গতিতে চলা বাসের ঝাঁকুনিতে শরীর ব্যথা হবার উপক্রম। সে বারের সে যাত্রা পথে অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা ছিলো, ছিলো আমার আবাল্য শুনে আসা মায়ের সে আর্তনাদের শৈকড়ের সন্ধান। সে আর্তনাদ দেশ ভাগের মর্মভেদী কান্নার আর্তনাদ। একটি শৈকড় উপড়ে ফেলা গাছের একান্ত কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে আবাল্যকাল যে কান্না শুনে এসেছি - সেবারে আমি দেখতে চেয়েছি সে কান্নার উৎস স্থল। যদিও প্রশ্নের সামনে দাঁড়াবার মানুষগুলো তখন আর তেমন কেউ অবশিষ্ট নেই। দেশভাগের ভাগ বাটোয়ারার কঠিন যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে অকালে ঝরে গেছে অনেকেই।

আমার মায়ের পরিবারের যে মাথা, যাকে অনুসরণ করেই পুরো পরিবারটাই এক অনির্দিষ্ট গন্তব্যে রেখেছিলো পা, তাকে আমি ঠিকই পেয়েছিলাম সেদিন। আমার প্রস্তুত করে রাখা ঝাঝালো প্রশ্নে বেশ কঠিন আর কঠোর বাস্তবতার সামনেই হয়তো বা পড়বার আশঙ্কা ছিলো সেদিনের ষাটোধ ভদ্রলোকের, পুরানো ঢাকার এক দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ রাতে যিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন এক অজানা হিন্দুস্থানে। পেছনে রেখে তখনকার ঢাকার সবচেয়ে অভিজাত স্কুলের এক লোভনীয় চাকুরী আর সদ্য বিয়ে হওয়া এক কিশোরীকে, যার স্বপ্নের পরিধি ছিলো আকাশের মতো বিশাল আর অনুভূতি ছিলো নরম ঘাসের মতোই সতেজ আর সবুজ। আমাদের শৈশব আর কৈশোরের গল্পের সাথে দেশবিভাগের দুঃখ-বেদনা তাই একাকার হয়ে মিশে গেছে অনেকটাই।

কেন এমন করে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিলো সেদিন? প্রায় চার দশক ধরে যে প্রশ্নটার উত্তর খুঁজেছেন আমার মা, আমি সেটাই করতে এসেছিলাম যেনো আমার মায়ের পূর্ব-প্রজন্মকে আমাদের প্রথমবারের পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণে সেবার। কিন্তু আমি সেদিন সে প্রশ্নটার কোন যথার্থতা খুঁজে পাই নি। সে প্রশ্নটা আর করা হয়ে উঠে নি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে আসা এক বৃদ্ধকে - যিনি বরং আমাকেই পরোক্ষভাবে দেখাতে চেয়েছেন বাংলাদেশ নামক একটি দেশ কিভাবে স্বপ্নের প্রায় চুঁড়ো থেকে নেমে গেছে স্বপ্ন-ভঙ্গের এক কঠিন বাস্তবতায়।

একদা ঢাকার সবচেয়ে অভিজাত স্কুলের এক মেধাবী শিক্ষক যখন পশ্চিমবঙ্গের এক অজো পাঁড়া-গাঁয়ের উঠোনে বসে মেলাতে চেষ্টা করেন তার অতীত আর বর্তমানকে আর হাঁপানির হাঁপোড় টেনে বলেন, “যখন বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন হলো, তখনই প্রথমবার মনে হলো হয়তো ভুল করেছি দেশত্যাগ করে। তখন তো আর ফেরার পথ নেই। প্রায় দুই যুগ পরে আজকের বাংলাদেশ দেখে মনে হয়, না, সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম সেদিন এপারে এসে।”

বাবরি মসজিদ নিয়ে উত্তাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই আমি কোন নৈতিকতায় প্রতিবাদ করবো সেদিন? যখন ঘটে যাওয়া সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদ কিংবা নিন্দা তো দুরে থাক, প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিকেই যেখানে বাংলাদেশের সংসদে দাঁড়িয়ে ধর্মিতা নারীদের প্রজনন-উর্বরতা নিয়ে অসভ্য ব্যঙ্গ বিদ্রোপে মেতে উঠেন!

প্রায় তিন যুগ পরেও বানের জলের মতো হিন্দুরা ভেসে আসছে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ভারত বর্ষে। মৃত্যু-পথযাত্রী পোড়খাওয়া সেই বৃদ্ধ আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে সেদিন দেখানোর চেষ্টা করেছেন কী পরিবর্তন ঘটে গেছে উত্তরবঙ্গসহ প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের জনপদগুলোতে! যেখানে উষর অনাবাদি লালচে মাটি ছিলো, ছিলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন বিভাগের অয়ত্নে লাগানো এক ঝোপ শাল আর গজারির বন-বাদার; সেখানে থোক থোক গুচ্ছ গ্রাম বা পাড়া গড়ে উঠেছে। নূতন টিনের চালা ঘরের চকমকে বাহারি বিলিকে রোদের তীব্র ঝাপটা এসে চোখে লাগে। হিলি সীমান্ত থেকে মালদা, গঙ্গারামপুর থেকে রায়গঞ্জ হয়ে গাজল কিংবা ইসলামপুর, পাকা রাস্তার দু'পাশ জুড়ে বেড়ে ওঠা এ সব জনবসতি কোথা থেকে এলো? অধিকাংশ হাড় জির জিরে আদিবাসির সাথে সদ্য দলে ভেড়া মধ্যবিত্তের হাঁটা-চলা যে কোন সচেতন মানুষের নজরে আসবে অনায়াসে।

এই সব ভাসমান মানুষগুলোর জায়গা বদলের ইতিবৃত্ত কোন কালের কপোলে লেখা থাকবে? কেউ কী কোন দিন জানতে পারবে এসব দেশ ত্যাগী মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখ আর নির্যাতনের কাহিনী। কী অপরিসীম মানসিক বেদনা আর অর্থনৈতিক টানাপোড়নে বেঁচে আছে একদা স্বচ্ছল-মধ্যবিত্ত একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এই অভিবাসী মানুষগুলো! শুধুমাত্র ধর্ম আর ভাষার প্রায়-অভিন্নতাকে মাধ্যম করে একটি অপরিচিত জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতে মিশে যাবার যে প্রাত্যহিক সংগ্রাম, তার সাতকাহন কে লিখে রাখবে?

সেবার বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবেই পেয়ে গেছিলাম আমার আরেক বন্ধুকে। বলাই। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম বলাই। কিছুটা মেয়েলি চেহারার সাথে মেয়েলি ঢং আর ন্যাকা ন্যাকা স্বভাবের বলাই নাটকের ষোড়শী সুন্দরী নায়িকার অভিনয় করতো। তখন যদিও হয় নি ষোল বছর ওর নিজেরই। মেয়েলি স্বভাবের জন্যেই হয়তো বা, মেয়েদের পটাতে ওর জুড়ি নেই। ক্লাশ ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়া বলাই নবম থেকে দশম ক্লাসে উঠতে হোচট খেলো সবেগে। অসাধারণ জনপ্রিয় বলাই তখন গায়ে গতরে হিরো হিরো ভাবে চলে। এক বার মনে আছে নায়ক ফারুক অভিনীত এক চলচিত্র গুটিং করার সময় কোন এক সহ-অভিনেতার পাশে হেঁটেছিলো কিছুক্ষন কোন এক দৃশ্যে। সেই যে কী পোকা মাথায় ঢুকে গেলো বলাইয়ের! ঢাকার শাঁখারী বাজারে ডেরা বাঁধলো তারপর থেকেই। শুনেছি কিছুদিন এফ ডি সি র গেইটে ঘোরাঘুরি করে পৈত্রিক পেশা শজ্জের কারবারে ঢুকে গিয়েছিলো ঢাকাতেই।

আমাদের সেই বলাইকে প্রায় পনেরো বছর পর সেবার পেলাম পশ্চিম বঙ্গের জেলা শহর রায়গঞ্জে। নিজের চশমার দোকান। নিজেই অভিনব উপায়ে চোখ পরীক্ষা করে চশমার লেন্স বাতলে দেয়। মেয়েদের কাছে আজো তেমনি সমান জনপ্রিয় বলাই। অতি উৎসাহে লেন্স পরীক্ষা করতে গিয়ে কী ধরাটাই না খেলো আমার নব পরিনীতা চিকিৎসক বৌয়ের কাছে! মনে হলো আমার বন্ধু বলাই আজো তেমনি আছে! সে দিন প্রায় সারাদিন কাটিয়ে ফেরার পথে বলাই চোখ মুছলো ওর রোদ চশমার আড়ালে।

“ জানিস, বড় একা একা লাগে নিজেকে। একেক বার মনে হয় ফিরে যাই আবার দেশে। কিন্তু শুনেছি পনেরো বছরে দেশ আরো খারাপ হয়েছে। তুই কি বলিস? ” বলাই আমার সিদ্ধান্ত চায়।

আমি কী কিছু বলেছিলাম বলাইকে সেদিন? আজ কানাডায় বসে ভাবি নিজেই যখন থাকিনি দেশে, বলাইকে দেশে ফেরার মিথ্যে উৎসাহ দিলে কী ভুল করতাম সেদিন?  
( চলবে )

॥ অক্টোবর, ২০০৬, কানাডা ॥ sarkerbk@gmail.com